দীর্ঘ আলোচনার পর শান্তিচুক্তিতে পৌঁছেছে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান



সংগৃহীত ছবি

মধ্যপ্রাচ্যের চলমান সংঘাত বন্ধে একধাপ এগিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। যুদ্ধবিরতি, ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া এবং হরমুজ প্রণালি আবার চালুর বিষয়ে দুই দেশ প্রাথমিকভাবে একমত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ খবর প্রকাশের পর আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করেছে।

সোমবার (১৫ জুন) ভোরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেন, ইরানের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। এর আগে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফও দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতার কথা জানান।

জানা গেছে, আগামী শুক্রবার সুইজারল্যান্ডে চুক্তিটি আনুষ্ঠানিকভাবে সই হতে পারে। তবে এর বিস্তারিত শর্ত এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

শেহবাজ শরিফ বলেন, এই সমঝোতার অংশ হিসেবে লেবাননসহ বিভিন্ন এলাকায় চলমান সামরিক অভিযান বন্ধ করা হবে। ইরানও জানিয়েছে, সোমবার রাত থেকে সব ধরনের সামরিক কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

ট্রাম্প আরও বলেন, আগামী শুক্রবার থেকে হরমুজ প্রণালিতে আবার স্বাভাবিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হবে। একই সঙ্গে ইরানের বন্দরগুলোর ওপর থাকা মার্কিন নিষেধাজ্ঞাও তুলে নেওয়া হবে।

এ ঘোষণার পর বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমে যায়। পাশাপাশি এশিয়ার কয়েকটি দেশের শেয়ারবাজারেও ইতিবাচক প্রভাব দেখা গেছে।

ইরানের উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী কাজেম ঘারিবাবাদী জানিয়েছেন, আগামী ৬০ দিন যুদ্ধবিরতি কার্যকর থাকলে আরও বড় একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা হবে। সেখানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ও থাকবে।

এর আগে শুরু হওয়া সংঘাতে ইরান ও লেবাননে বহু মানুষ নিহত হয়েছেন। সংঘাতের সময় হরমুজ প্রণালিতে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় বিশ্ববাজারে জ্বালানির দাম বেড়ে গিয়েছিল।

তবে চুক্তির বিস্তারিত শর্ত, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচির ভবিষ্যৎ এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী কয়েক সপ্তাহের আলোচনার পরই জানা যাবে।